প্রায়শ্চিত্ত

গৌতম দে

জীবনের সুন্দর দিকগুলি ফুটিয়ে তুলতে জানে না বেশিরভাগ মানুষই। প্রত্যেক মানুষের স্বভাবে যেমন জান্তব দিক আছে তেমনি অনেক সুকুমার বৃত্তিও আছে। এবং তা প্রায় সব মানুষেরই আছে। কারো এটা বেশি ওটা কম, কারো বিপরীত। এই পশুবৃত্তি আর সুকুমারবৃত্তি পরস্পরকে আধিপত্য করার চেষ্টা করে। শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলাই পশুবৃত্তিকে শাসন করার উপায়। মানুষ যদি নিজে কিছু সৃজন করতে পারে সে কখনই তার সৃষ্টিকে গলা টিপে মারতে পারে না-পণ্যের দামের চেয়ে মূল্য কত হতে পারে না জানলেও তাকে তার থেকে বেশি মূল্যবান মনে করবে।

এসব কথা নিয়ে অনেক ভেবেছে বিনায়ক। এই প্রবীণ জীবনের অভিজ্ঞতায় তার কাছে এখন সব কিছুই স্বচ্ছ। এখন মনে হয় মানুষের দশভাগের নয়ভাগ পশুবৃত্তিকে দমন করা যাবে, মানুষটার পরিবর্তনও করা যাবে। তার জীবনে হাতে কলমে এর সাফল্য আছে। একজন উঁচুমানের শিক্ষক রাজনীতিবিদ সমাজকর্মী হিসেবে সেশুধু গড়ে তুলতে পেরেছে তাই নয় তাকে আজও এই বয়সে ধরে রাখতে পেরেছে। তার জীবনের অভিজ্ঞতা বলে— সততা হল প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম। এক চিরন্তন সাধনা। একবার সংগ্রাম করলেই সারাজীবন এর রেশ থেকে যায় না। স্কুল থেকেএকটা চক নিয়ে আসা থেকেও সততার ব্যত্যয় হতে পারে। ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বাইরের জিনিস ঘরে নিয়ে এলে সব সময় মনে হয় না- এটা চুরি করা হল, না বলে মূল্য না দিয়ে নিয়ে আসা হল। একটা চক, এক দিস্তা কাগজ আর এমনকি জিনিস। ছেলেবেলায় বাবার একটা কথা জীবনের বীজমন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। বাবাবলেছিলেন—একটা রূপোর টাকা চুরি করাও চুরি একটা তামার ফুটো পয়সা চুরি করাও চুরি। বিনায়ক এই কথা শ্বাস করে নিজেকে সৎ রাখতে হলে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বুকের খাঁচার ভেতর মাথার খুপরীর ভেতর যে দারোয়ান আছে তাকে জাগিয়ে রাখতে হয়।

সমাজে বিনায়কের মান্যতার একটাই কারণ। শিক্ষক হলেও সে খ্যতিমান নয়, রাজনীতিক হলেও বাসীনয়, সমাজসেবী হলেও অন্যায়ের আশ্রয়দাতা নয়। তবু তাকে সম্মানের আসনে বসিয়ে রেখেছে, তার কারণ হল সারা জীবনে অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকেও সে আত্মসাৎ করেনি, না চাদর না ফিতে না তোয়ালে কাঁধে কিছু সাজিয়ে রাখেনি। কাজেই এ মান্যতা তার খেটে তৈরি। ঘোরানো চেয়ারে বসে বসে তৈরি হয়নি।

বিনায়ক যে বোঝে না তা নয় বোঝে যে, এ তার অহংকার। ও মনে করে এ হল এক নির্দোষ অহংকার। এর প্রকাশ হয় খুব পরিশীলিতভাবে। ভ্রু কুঁচকে কিংবা আপনি আজ্ঞে করে কথা বলে।। এরকম নির্দোষ অহংকার বাবার কি ঠাকুরদাকে সৎভাবে জীবন যাপন করতে সে দেখেছে। তখন সবটা বুঝতে না পারলেও আজ তাকে ষোলো আনা মূল্যায়ন করতে পারে। তারা ষোলো আনা সৎ ছিলেন। কিন্তু কোনো নীরব অহংকার রূপ ঠাকুর্দার আচরণে কোনোদিন ধরা পড়েনি। ধরা পড়েনি জীবন সম্পর্কে যে গভীর বোধ তা তার বাপ - ঠাকুরদার ছিল কিনা। জানা নেই তাঁরা এটা বুঝতেন কিনা যে নিজের বাইরেও অন্যের ভেতরের সুন্দরটাকে জাগিয়ে তুলতে গেলে মন লাগে, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লাগে। এতে অনেক মন্দকে ভালো করা যায়।

কলিংবেল টিপতেই চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। একটা নবীন আগন্তুকের আসার কথা। বিনায়ক তারই অপেক্ষায় বসার ঘরে এতক্ষণ বসে। দরজা খুলে দাঁড়ানোর জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল।

নমস্কার ! আমি শ্যামল।

হ্যাঁ, অপেক্ষা করছি, ভেতরে অসুন।

আমাকে আপনি বলবেন না স্যার। আমি আপনার ছাত্রের মতো।

আরে আরে ! পায়ে হাত দেবেন না, পায়ে হাত দেবেন না, প্লিজ।

স্যার এখানে বসি ?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বোসো।

আমাকে তুমিই বলুন।

আচ্ছা।

হ্যাঁ, শ্যামল, উপযুক্ত নাম। বিনায়ক ওকে একবার জরিপ করে নিল। শ্যামবর্ণ লম্বা চওড়া নধর গড়নের একটি যুবক। গভীর চোখে চমৎকার গলায় স্বর আর চমৎকার কথা বলা। ঘরে ঢুকে শ্যামল তার বুদ্ধি দীপ্ত চোখ দিয়ে বিস্তৃত সুরম্য বসার ঘর, তার দেওয়ালের রঙ, আসবাব, বই-এর আলমারি ছবি, ক্যালেন্ডার এমনকি ফুলদানিও দেখে নিল। বিনায়ক উপভোগ করল বসার ঘর শ্যামলের ভালো লেগেছে। বাঃ কি সুন্দর আপনার এই বসার ঘরটি !

হ্যাঁ, অনেক বিশিষ্ট মানুষ আসেন নানা কারণে। তাছাড়া আমার লাইব্রেরী, স্টাডিম, পুরাবস্তু সংগ্রহ, সব কিছু মিলিয়েই এই ঘরটি। হ্যাঁ আপনার বই-এর তো বিশাল সংগ্রহ দেখছি ! ওই আরকি, আসলে হয়েছে কী, যত বয়স বাড়ছে তত বেশি হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কখনও মনে হচ্ছে নৃতত্ত্ব পড়া হল না, কখনও ভাবছি সমাজতত্ত্বটা একটু ভালো করে পড়লে হয়, প্রত্নতত্ত্বে ঝোঁক আমার বরাবরই। যতদিন যাচ্ছে যত বয়স বাড়ছে মনে হচ্ছে কত কিছু পড়ার বাকি রয়ে গেল। একটা মানুষকে যদি রত্নভান্ডারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সে যেমন চাইবে সব কিছুই খাবলে তুলে নিতে, আমার এই বয়সে হয়েছে সেরকম অন্তহীন— যা বাস্তবে সম্ভব নয়, সে রকম জ্ঞান পিপাসা।

স্যার ! আপনার পান্ডিত্য অগাধ, আপনার লেখাগুলি পড়ে আমি মুগ্ধ হই।

ও এমন কিছু না। যাকগে সেসব -- তোমার কথা বলো।
আমি মফস্‌সলের একটা কলেজে সমাজতত্ত্ব পড়াই। বছর দুয়েক হল জয়েন করেছি।
বেশ তো, খুব ভালো কথা।
আমার গবেষণা পত্র এখনও শেষ করতে পারিনি। আপনার একটু সাহায্য দরকার। এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে পারেন পরামর্শ দিতে।
তোমার গবেষণার বিষয় ?
প্রায়শ্চিত্তের সমাজতত্ত্ব।
প্রায়শ্চিত্তের সমাজতত্ত্ব ? ভারী অদ্ভুত বিষয় !
আজ্ঞে হ্যাঁ! --আসলে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্যে। বলা যেতে পারে আত্মগ্লানি মোচনের জন্যে। আমার প্রশ্ন এই আত্মগ্লানি একটা মানুষের কতটা মন থেকে উঠে আসা আর কতটা সমাজের রক্তচক্ষু উদ্ভূত। ছোটোবেলায় গ্রামে দেখেছি কারো হাতে গ মারা গেলে সে গলায় একটা গ বাঁধা দড়ি পরে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করত ব্যা ব্যা শব্দ করে। ধরে নিচ্ছি যে আত্মগ্লানিতে করছে, কিন্তু পরের হাঁস কি ছাগল চুরি করে খেলে, কী লাঠি পেটা করে সাপ মারলে কী এই আত্মগ্লানি হয়। আমি বলতে চাইছি -- সমাজ তাকে বলে দিচ্ছে এতে তোমার আত্মগ্লানি হতে হবে, ওতেনয়।
বিনায়ক গভীর মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছিল আর ভাবছিল চিন্তার বিস্তার কোথায় যেতে পারে। প্রায়শ্চিত্তের মতো একটা বিষয়েরও এভাবে কাটাছেঁড়া করে এরকম সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হতে পারে। এটাও একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। তার অবাক লাগছিল। শুনতে ওর বেশ ভালো লাগছিল। অনেকক্ষণ শোন ারপর বিনায়ক বলল -- আমি এনিয়ে তেমন করে কখনও ভাবিনি। তবে ভাবার মতো।
আলোচনার জল গড়াতে গড়াতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে গেল। বিনায়ক ভাবল ছেলেটার এত জ্ঞান, এত পড়াশুনা এই কম বয়েস অথচ এতটুকু দম্ভ নেই, যা কম বয়সে তার ছিল।
এতা কথার মধেও কিন্তু শ্যামলের চোখ ঘুরঘুর করছিল ঘরের চার দেওয়ালে। একজন শিল্প রসিকের, বলা যেতে পারে একজন বুদ্ধিজীবীর কৌতূহলী হবার মতো অনেক কিছু ছিল ঘরে। আলমারি ভর্তি বই টেবিলে অসংখ্য পত্রিকা দেওয়ালে আশ্চর্য সব পেন্টিং।
শ্যামল এবার ঘড়ি দেখল। বিনায়কের ভালো লাগছিল এই বিনয়ী চিন্তাশীল যুবকটিকে। ওকে নিশ্চয়ই সাহায্য করা দরকার।
তুমি আমার কাছে তোমার গবেষণার ব্যাপারে কী সাহায্য চাও ?
আসলে আমার গাইডের কাছেও এ বিষয়টা নতুন। কাজটা করতে তিনি অনিচ্ছার সঙ্গেই আমাকে মত দিয়েছেন। প্রকৃত ভাবনার গতিপথটি আপনার কাছ থেকেই নিতে হবে, কারণ -- তাত্ত্বিকজ্ঞান আর দীর্ঘ দিনের সমাজকর্মী হিসেবে অভিজ্ঞতা আপনার বিশাল।
বিনায়কের কী শুনতে ভাল লাগছে ! স্তুতিতে জুলিয়াস সীজারকে প্রভাবিত করা যেত না, বিনায়ককে কী যায় ? সে সব যাই হোক, সব মিলিয়ে বিনায়কের এসব খুব ভালো লাগে।
আমাকে একটু সময় দাও, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারব, তবে আমাকে একটু প্রস্তুত হতে হবে।
শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে আবার দেওয়ালের চারদিকে চোখ বোলালো। ঘুরতে ঘুরতে চোখ দেওয়ালের এক জায়গায় আটকে গেল।
আচ্ছা এটা ! এটা একটা আশ্চর্য কাজ ! এটা কোথায় পেলেন ! এটা রামকিংকরের মুখ না ?
হ্যাঁ, এটার নাম -- রামকিংকরের গ্রাম ভাবনা।
এত চওড়া কাঠের পাটা ?
না, এটা একটা কাঠ নয়, তিনটে কাঠের পাটাকে এমন নিপুণভাবে জুড়েছে আর এমন মুন্সিয়ানার সঙ্গে খোদাই করেছে যে বোঝাই যাচ্ছে না তিনটে টুকরো।
শ্যামল খুঁটিয়ে দেখে। কাঠের পাটাতনে খোদাই করে এত সুন্দর রিলিফের কাজ আগে কখনও দেখেনি। ঠিক মাঝখানে রামকিংকরের মুখ। তার অবিন্যস্ত চুল, ওপরের ঠোঁট ফোলা, অবিন্যস্ত শার্টের কলার, দূর - দৃষ্টি, স্বচ্ছন্দ হাসি মুখের চারপাশে অসংখ্য চরিত্র সাঁওতাল পরিবার, কলের বাঁশি, রাখাল ছেলে, বাছুর - গ াই, তাল খেজুর,ছাগল সব মিলিয়ে রামকিংকরের দেখা গ্রামজীবন।
স্যার ! এ অসাধারণ কাজ।
আত্মতৃপ্তিতে হাসেন বিনায়ক।
এ নিশ্চয়ই খুব বড়ো শিল্পীর
এ এক অনামী শিল্পীর কাজ
এ আপনি পেলেন কোথায় ?
লোকটি আমাদের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। ছোটবেলায় ওর খুব সখ ছিল শিল্পী হবে। রামকিংকরের ছাত্র হবে। ভর্তিও হয়েছিল শান্তিনিকেতনের কল াভবনে। কিন্তু দারিদ্রের জন্যে শেষ করতে পারেনি। পেটের দায়ে আমাদের স্কুলে পিওনের চাকরি নেয়। নিলেও ছবি আঁকা ছাড়েনি। যেমন ওর পেন্টিং তেমন উড কার্ভিং। যে কাজটা দেখছো এটা একটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ও ভেবেছিল এই পুরস্কার পাওয়া কাজটা ও ভালো দামে বিক্রি করতে প ারবে। বিক্রি হল না। এত ভালো কাজটা পড়েছিল ওর সিঁড়ির তলায়। আমি ওকে বললাম - ওর নাম দীপকরঞ্জন--বললাম দীপকরঞ্জন! তোমার এত ভালো কাজটা সিঁড়ির তলায় কেন পড়ে থাকবে, আমাকে দাও। আমার বাড়িতে বহুমানুষ আসে, জ্ঞানী-গুনী, শিল্পী, সমঝদার অনেক, তারা অন্ততঃ তোমার কাজটা দেখতে পাবে, ক াজটাও তারিফ পাবে।
সত্যিই তো! শ্যামল মুগ্ধ হয়ে বলল।
আমি দীপককে বললাম--আমি অবশ্য বিনাপয়সায় তোমার কাছ থেকে এটি নেবো না, মূল্য দিয়েই এটি নেবো। আমি বলেছিলাম--আমি পাঁচশো টাকা দেবো। দীপক বলল -- স্যার সাড়ে সাতশো টাকা দেবেন। তখনকার দিনে মাইনেপত্র কম ছিল, তবু আমি বললাম - বেশ তাই হবে নাও - সাড়ে সাতশোই দেবো। ওই সাড়ে সাতশো দিয়েই আমি ওটা নিয়ে এলাম। কত শিল্পরসিক যে এ পর্যন্ত ওটা দেখেছে, -- দেখে প্রশংসা করেছে তোমাকে কী বলল। পরে আমাদের মাইনে - পত্র অনেক বেড়েছে। সত্যি কথা বলতে কী - রামকিংকরের গ্রাম ভাবনা - এই মাস্টারপিসটার জন্যই আমি আমার বসার ঘরটার পেছনে এত খরচ করেছি। এটাকে যোগ্য জ ায়গায় বসানোর জন্যে।
স্যার। আপনার অসামান্য বদান্যতা!
কী জানি বাবা! --হঠাৎ ক্যাঁৎ করে পাঁজরায় একটা লাথি পড়ল...
আরে ! একি ক্ক -অদৃশ্য একটা পায়ের লাথি...

স্যার ! শিল্পের দাম সবসময় পয়সা দিয়ে হিসেব করা যায় না।
ঠিকই তো। --ক্যাঁৎ করে বাঁ দিকের পাঁজরায় আর একটা লাথি...
আরে ! হচ্ছেটা কী ?...
শালা বদান্যতা...
স্যার ! এর প্রকৃত দাম সাড়ে সাতশো টাকা না সাড়ে সাত লক্ষ ডলার আমরা কেউ তার হিসেব করতে পারব না।
ঠিক কথা শ্যামল। কিন্তু আমি যদি আমার সাধ্যের বাইরেও মূল্য দিয়ে একে লোকচক্ষে না আনতাম তাহলে মানুষ কী শিল্পীকে চিনতো ?
তা তো নিশ্চয়ই স্যার ! এ এক অসামান্য মহানুভবতা।
এবার ক্যাঁৎ করে বুকের মাঝখানটায়-শালা হারামী, শিল্পের দাম বুঝিস ?...
একি এতো লাথি বাড়ছে কেন? গাল যা দিয়েছ তা দিয়েছ ওই চার অক্ষরের গালটা দিওনা।
একশোবার লাথি ঝাড়ব, গাল দেবো...
কে তুমি?
দারোয়ান! তোর দারোয়ান...
থাকো কোথায় ?
তোর খাঁচায়, তোর খোপড়িতে...
আমার দারোয়ান হয়ে আমাকেই লাথি মারছ ?
একশোবার মারব... তোর বাপকে দরকার মতো মেরেছি, তোর বাপের বাপকে মেরেছি...কাউকে বদান্যতা দেখাতে যাস না তাহলে তোকেও মারবো... এই নে... বলে ক্যাঁৎ করে বুকের মাঝখানে আরেকটা লাথি।
বিনায়ক কেমন চলশক্তিহীন হয়ে গেছে। শ্যামল কখন প্রণাম করেছে ওর হুঁস নেই, কখন বিদায় অনুমতি নিয়েছে খেয়াল নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের লোহার গেট খোলার শব্দে হুঁশ হল শ্যামল চলে যাচ্ছে।
শ্যামল, শোনো।
আজ্ঞে।
কাছে এসো।
কিছু বলবেন?
হ্যাঁ বলব। বোসো।
আজ্ঞে বলুন।
কলকাতার কোন নীলামের বাজারের সন্ধান দিতে পারো ঞ্জ
নীলামের বাজার? কেন?
যেখানে অ্যান্টিক নীলাম হয়, যেখানে ছবি নীলাম হয় ! স্যার, জানা নেই তো ঠিক, তবে খোঁজ নিতে পারি। কিন্তু কেন বলুন তো? দীপকরঞ্জনের কাজটা আমি সর্বোচ্চদরে নীলাম করতে চাই। কথাটা কী শুনলো শ্যামল, বিশ্বাসই করতে পারলো না। কী বলছেন বিনায়কবাবু। সর্বোচ্চ দামে নীলাম! তাহলে এতক্ষণ যার সঙ্গে কথা বলছিল শ্যামল তার প্রকৃত চেহারা এই ! আসলে তুমি ভাবছ এ আমার অর্থলোভ, মোটেই তা নয়। আসলে কী জানো, দীপকরঞ্জন খুব অসুস্থ। অসুস্থতার জন্যে সে আর উডকাভিং করতে পারে না। পোট্রেট আঁকতে গেলে নাক মুখ বেঁকে যায়। কাস্টমার গালাগাল দেয়, কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দেয়। ওর চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা দরকার। আমি আরএটাকে এখানে ফেলে রাখতে চাই না। আমি একে বন্দি করে রেখেছি, ডানা মেলতে দিইনি। ইতিহাস আমাকে একদিন বলবে স্বার্থপর ভন্ড। স্যার, আপনি হঠাৎ খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন, কেন জানিনা। তবে আমার ধৃষ্টতা যদি না নেন-- ইতিহাস কাকে মনে রাখবে আর কাকে ভুলে যাবে এ বলা খুব কঠিন। কাজেই ওটা নিয়ে ভাবা নিরর্থক। আপনি যদি একান্তই বলেন আমি কলকাতায় খবর নেবো। তবে আমি বলব--প্রয়োজন বোধ করলে আপনিই ওকে আরকিছু টাকাদিন, আপনার সাধ্যের বাইরেই না হয় দিলেন, তাতে সরাসরি ও টাকাটা পাবে - যেটা এই মুহূর্তে ওর প্রয়োজন। এটা ঠিক আপনি ওকে যা দাম দিয়েছেন প্রকৃত মূল্য তার থেকে অনেক বেশি--কিন্তু কোনো শিল্পীই কোনো দিন সর্বশ্রেষ্ঠ দামটি পায়নি। হয়তো আপনি বিক্রি করবেন পাঁচ হাজারে কী সাত হাজারে। সেই টাকাটা হয়তো শিল্পী পাবে।তারপর সে আপনার হাতের বাইরে, তারপর সে ক্রীতদাসী আনারকলির মতো এ হাট থেকে ও হাটে বিকোবে। হাত বদল হতে হতে নীলামের হাতুড়ির ঘা খেতে খেতে সাত হাজার হয়তো সাত লক্ষ ডলারও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর কোন দেওয়ালে সে বন্দি কিংবা এই শিল্পের শিল্পীকে কেউ তা জানবে না, আপনিও জানবেন না। দীপকরঞ্জনের চিকিৎসার জন্য কেউ মাসে মাসে পয়সাও পাঠাবে না। বাজার ওটার দাম তুলবে, বাজারই আত্মসাৎ করবে। আপনার বা দীপকরঞ্জনের কোনো লাভ হবে না। আমার কথাটা স্যার ভেবে দেখবেন।
শ্যামলকে বিদায় দেবার জন্যে এবার বিনায়ক উঠে দাড়ালেন। শ্যামল নিশ্চান্ত হল। উনি বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে রামকিংকরের মুখের দিকে না তাকিয়েই ঘরে ঢুকে গেলেন। বুকের ব্যথাগুলো এখনও লাগছে। অহংকারও কী পশুবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ? এত বিভ্রান্ত নিজেকে আগে কখনও লাগে নি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com